মঞ্জুরী নং - ৪২

৪৮ - খাদ্য বিভাগ

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	7695,53,79	8293,10,58	9439,74,12
উন্নয়ন	320,25,00	616,03,50	733,26,60
মোট	8015,78,79	8909,14,08	10173,00,72

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

খাদ্য সংগ্রহ, মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনা;

(খ) জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;

(গ) নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

(ঘ) খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল, বিতরণ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং দেশের সার্বিক খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও গবেষণা;

(ঙ) সংগৃহীত এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. খাদ্য বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা	• অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সংগ্রহ • নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্যশস্য (চাল, গম) আমদানি • বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে খাদ্যশস্য (চাল, গম) আমদানি	• খাদ্য অধিদপ্তর
	• জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং	• সচিবালয়
২. খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং উৎপাদন মৌসুমে কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	• অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সংগ্রহ • খোলা বাজারে খাদ্যশস্য (চাল, গম) বিক্রয়	• খাদ্য অধিদপ্তর
৩. খাদ্যশস্যের (চাল, গম) মজুদ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	• আধুনিক ও মানসম্মত নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ	• খাদ্য অধিদপ্তর

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• বিদ্যমান খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও আধুনিকায়ন	
৪. সরকারি অনুমোদিত চ্যানেলে খাদ্যশস্য সরবরাহ	• সরকারি বিতরণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সরবরাহ	• খাদ্য অধিদপ্তর

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারিভাবে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ নিশ্চিত করার ফলে দুর্যোগকালে খাদ্য সংকটের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল হয়, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি সৃষ্টি করবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ সরকারি পর্যায়ে খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্যের নিরাপদ মজুদ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ যেমন- টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর, কাবিখা ও অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের নিকট খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহজ হয়ে থাকে।

৩.১.২ খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং উৎপাদন মৌসুমে কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর হতে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় এবং মাড়াই মৌসুমে কৃষকদের নিকট হতে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় বাজার মূল্য স্থিতিশীল হয় ও দারিদ্র্য-বান্ধব বাজার ব্যবস্থা বজায় থাকে ফলে দরিদ্র জনগণের পক্ষে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ সহজতর হয়। সরকার স্থানীয় পর্যায়ে ফসলের ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দিয়ে ফসল ক্রয় করার কারণে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকগণের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ খাদ্যশস্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় ও খোলাবাজারে বিক্রয়ের কারণে খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য স্থিতিশীল থাকে এবং এতে দুঃস্থ নারীরা স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পায়। ফলে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে। দরিদ্র নারীগণ ফসল মাড়াই মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরাসরি খাদ্যশস্য বিক্রয়ের সুযোগ পায় এবং এতে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ হতে রেহাই পেয়ে থাকেন।

৩.১.৩ খাদ্যশস্যের (চাল, গম) মজুদ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ খাদ্য অধিদপ্তরের গুদামসমূহের যথাযথ ব্যবহার এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আপদকালে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য খোলাবাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ স্বল্পমূল্যে খাদ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

৩.১.৪ সরকারি অনুমোদিত চ্যানেলে খাদ্য শস্য সরবরাহ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব ঃ সাধারণত কর্মাভাবকালে (Lean Period) টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, ভিজিডি এবং দুর্যোগ অভিঘাত জনিত তাৎক্ষণিক সাহায্য ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রতিবছর ন্যূনতম ১০ লক্ষ দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ সরাসরি খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে উপকারভোগীদের খাদ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করে থাকে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব ঃ কর্মাভাবকালে নীতিমালা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের লক্ষ্যভিত্তিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ভিজিএফ কর্মসূচি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব হওয়ায় সরকারি সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	৪৯০,৯৮,৬৩	২২০৬,৫৯,০২	২৫১৫,৬০,৩৫
নারী উন্নয়ন	২২২,৩৪,০০	১০১২,৯৮,৯৬	১১৫৪,৩৩,২৭

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. **অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সংগ্রহঃ** খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অনুসংগ হলো সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলা, যাতে করে যে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়। মন্ত্রণালয়ের এটি একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এ বিবেচনায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা
২. **নিজস্ব সম্পদ ও সাহায্যসূত্রে খাদ্যশস্য আমদানিঃ** খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মজুদ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে যে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা যায়। এ বিবেচনায় নিজস্ব সম্পদ ও সাহায্য সূত্রে খাদ্যশস্য আমদানিকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	• খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা
৩. **খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও আধুনিকায়নঃ** দেশের খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্য শস্য (চাল, গম) সংগ্রহ এবং আমদানির মাধ্যমে মজুদ বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও মানসম্মত সংরক্ষণাগারের কোন বিকল্প নেই। তাই নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও আধুনিকায়নকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে দেখা হচ্ছে।	• খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৪. **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহঃ** খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির সময়ে খোলাবাজারে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের লোকজন যাতে সহনীয় মূল্যে খাদ্যশস্য পেতে পারে সেজন্য ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহকে এ বিভাগের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	• সামাজিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
							২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১	লক্ষ মে.টন	22.96	২২.৯৪	২৮.০০	২৭.০০	২৮.০০	২৯.০০	৩০.০০
২. খাদ্যশস্য বিতরণ	২, ৪	লক্ষ মে.টন	23.83	২১.২৯	২৬.৭৫	২৫.৮০	২৭.১৯	২৭.৮৯	২৯.০৯
৩. খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা	৩	লক্ষ মে.টন	14.80	১৪.৭৩	১৫.০০	১৪.৯০	১৬.০০	১৬.৮৪	১৯.১৯

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ সচিবালয়

৫.১.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা মনিটরিং এর কাজ চলছে। Thematic Team সমূহ কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। National Food Policy Capacity Strengthening Program এর আওতায় ২২টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং	• ২৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	১

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	৫	৫	৭	৭	৯	১০

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	১৮৯৫,৪৬,৫১	৩২৯,৬২,৬৯	৪০৭,৪৮,৯৭	৮০,২৮,৫২	৮৩,৩৯,২৩
উন্নয়ন	১১৯৮,২৮,২৮	৭,৭০,০০	২৪,৯২,০০	২০,৪৬,০০	২৩,২০,০০
মোট	৩০৯৩,৭৪,৭৯	৩৩৭,৩২,৬৯	৪৩২,৪০,৯৭	১০০,৭৪,৫২	১০৬,৫৯,২৩

৫.১.৫ অপারেশন ইউনিট/কমসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। সচিবালয়	১
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং (২য় পর্যায়)	১

৫.২ খাদ্য অধিদপ্তর

৫.২.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে বিগত তিন অর্থবছরে মোট ৫৩.৬১ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে। এ সময়ে সরকারি খাদ্য বিতরণ চ্যানেলে খাদ্যশস্য বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে মোট ৪৯.৩৮ লক্ষ মে. টন। তন্মধ্যে শুধু ওএমএস (ওপেন মার্কেট সেল) চ্যানেলে বিক্রয় করা হয়েছে মোট ৮.৭১ লক্ষ মে. টন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি ১৩২ মিটার থেকে ৩২৮ মিটারে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ৩টি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ৩৪৯টি খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো মেরামত করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরে ৫১২ কেবিপিএস ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েব সাইট স্থাপন এবং ডিজি ফুডকে ডোমেইন করে মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরকে ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
1. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সংগ্রহ	• উৎপাদন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতি বছর গড়ে ১৭ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	১
2. নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্যশস্য (চাল, গম) আমদানি	• প্রতি বছর গড়ে ১১ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি	১
3. বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে খাদ্যশস্য (চাল, গম) আমদানি	• প্রতি বছর গড়ে ১ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি	১
৪. খোলা বাজারে খাদ্যশস্য (চাল, গম) বিক্রয়	• খোলা বাজারে প্রতি বছর গড়ে ৬ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিক্রয়	২
৫. আধুনিক ও মানসম্মত নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ	• খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা ৪.৫০ লক্ষ মে. টন বৃদ্ধি	৩
৬. বিদ্যমান খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও আধুনিকায়ন	• খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা ০.৯৫ লক্ষ মে. টন বৃদ্ধি	৩
৭. সরকারি বিতরণ কর্মসূচির আওতায় (ওএমএস সহ) বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) বিতরণ	• প্রতি বছর গড়ে ২৮.৫০ লক্ষ মে. টন খাদ্য শস্য (চাল, গম) বিতরণ	৪

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
1. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	লক্ষ মে.টন	১৪.৮৩	১৬.০০	১৫.৫০	১৬.৫০	১৭.২৫	১৮.৫০
2. আমদানি	লক্ষ মে.টন	৮.১১	১২.০০	১১.৫০	১১.৫০	১২.০০	১২.৫০
3. খোলা বাজার বিক্রয়	লক্ষ মে.টন	১.৯৫	৬.০০	৬.০০	৫.৫০	৬.০০	৭.০০
4. পুরাতন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো মেরামত/ পুনর্নির্মাণ	সংখ্যা	১৮৯	১৭২	১৫২	২৩৬	১৫০	১৫০
5. খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১৬১	১০	২৬৯	১৯৫	৭৯

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৬৫,৪৩,৪৫	৬৭,২৪,১৪	৬৯,৭৩,৭৭	৬৪,৮৪,১৮	৬৯,৪০,৯৭
উন্নয়ন	১৪,৯১,০০	২৭,৩৩,০০	২৯৫,৩৩,০০	৫৯৫,৫৭,৫০	৭১০,০৬,৬০
মোট	৮০,৩৪,৪৫	৯৪,৫৭,১৪	৩৬৫,০৬,৭৭	৬৬০,৪১,৬৮	৭৭৯,৪৭,৫৭

৫.২.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। খাদ্য অধিদপ্তর	১,২,৩ ও ৪
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম ও সহায়ক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ ২। দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ১.১০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৩৭টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ৩। মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কংক্রিট সাইলো নির্মাণ, ১৫০ মিটার জেটি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ	৫,৬
অননুমোদিত কর্মসূচি/প্রকল্প	
১। সারাদেশে কৌশলগত স্থানে ১.৩৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৩ টি নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ ২। সারাদেশে কৌশলগত স্থানে ১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৬৮ টি নতুন খাদ্য গুদাম ও অবকাঠামো নির্মাণ ৩। হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে ০.৮৪ লক্ষ মে. টন ধারন ক্ষমতার ৯১টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ৪। সান্তাহার সাইলো, বগুড়া'র ক্যাম্পাসে ১.০০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার ভার্টিক্যাল রাইচ সাইলো নির্মাণ	৫

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
৫। পোস্তগোলা, ঢাকায় ১ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল রাইচ সাইলো নির্মাণ ৬। বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জে ০.৫০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল রাইচ সাইলো নির্মাণ ৭। চট্রগ্রাম সাইলো এলাকায় ১.০০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল গ্রেইন সাইলো নির্মাণ	
সম্ভাব্য কর্মসূচি	
১। চট্টগ্রাম সাইলো জেটির অ-২ গেন্ট্রি প্রতিস্থাপন/বি.এম.আর.ই. করণ কর্মসূচি	৬
২। পোর্ট, সি.এস.ডি. ও সাইলোসমূহে ডিজিটাল সড়ক ওজন সেতু স্থাপন কর্মসূচি	৬